কালের কণ্ঠ

তারিখ : 06 SEP 2015
পৃষ্ঠা : ১৪ কলাম : ১

ছাত্রলীগের বেপরোয়া কর্মকাণ্ড

ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনটিকে সামলান

সংগঠন বলতেই নীতি-আদর্শ থাকবে, সে আদর্শের সঙ্গে একাত্মতা ব্যক্ত করে তবেই সদস্য হওয়া যাবে। বিষয়টি মৌলিক; এবং এ কারণেই সামান্য হেরফের হলে সাংগঠনিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। নীতি-আদর্শের সঙ্গে আপস করে স্রেফ শক্তিবৃদ্ধির স্বার্থে যখন সংগঠনে যাকে-তাকে ভেড়ানো হয় তখন সেই শক্তি একসময় অপশক্তি হয়ে দেখা দেয়। আবার কোনো সংগঠন যখন একবার আদর্শচ্যুত হয় তখন তাতে আদর্শে উজ্জীবিত সদস্য নয়, বাড়ে স্বার্থান্বেষী মুখের ভিড়। ছাত্রসংগঠন তো বটেই; আমাদের অনেক রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রেই কথাটি আজ সত্য।

ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন ছাত্রলীগ নানা কর্মকাণ্ডেই নীতি ও আদর্শহীনতার প্রমাণ দিচ্ছে। দেশের সরকারপ্রধানকে যখন 'আগাছা' পরিষ্কারের নির্দেশ দিতে হয় তখন বুঝতে বাকি থাকে না সংগঠনটি কতটা সীমা ছাড়িয়েছে। গতকাল কালের কণ্ঠের প্রধান সংবাদ 'কাউকেই মানে না ছাত্রলীগ!' শিরোনামে যে খবর ছাপা হয়, তাতে কিছুদিন ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করার পরামর্শও উঠে এসেছে ক্ষমতাসীন দলের এক নেতার মুখ থেকে। তাঁর যুক্তি হচ্ছে, ছাত্রসংগঠনগুলো ভেতরে ভেতরে এতটাই নষ্ট হয়ে গেছে, কাঠামো ধরে রেখে সারিয়ে তোলা যাবে না; ঠগ বাছতে গেলে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। জাতির ঐতিহাসিক অর্জনগুলোয় যে ছাত্র নেতৃত্বের উজ্জ্বল অবদান ছিল, তার এই অধঃপতন বেদনাদায়ক!

ছাত্রলীগ আগে আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠন ছিল, এখন 'সহযোগী সংগঠন'। দাপ্তরিক পরিচয় যতই বদলাক, দুই সংগঠনের সম্পর্কটি বড় নিবিড়। অনেক ক্ষেত্রেই দুই পক্ষে শক্তি ও স্বার্থের ভাগাভাগি চলে। সম্পর্কের এই মিথস্ক্রিয়া সমস্যা সমাধানকেও অনেক সময় জটিলতর করে তোলে। হুমকি-ধমকি, শাস্তি প্রয়োগ, কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। সিলেটে তিনজন সাময়িক বরখাস্ত হলো তো পরদিন বরিশালে আরেক কমিটির নেতৃত্বে আরেক খারাপ নজির স্থাপিত হলো।

আমরা মনে করি, সমস্যাটি মাত্রা ছাড়িয়েছিল অনেক আগেই, এখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের অর্জন অনেক; কিন্তু ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ড সেসব অর্জন ম্লান করে দিচ্ছে। প্রশ্রয় দিয়ে মাথায় তোলা হয়েছে—এমন অভিযোগ অনেক সাধারণ মানুষের। তাই প্রশাসনিক শৃঙ্খলা, সামাজিক নিরাপত্তার প্রয়োজনে তো বটেই, নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থেও ছাত্রলীগকে যেকোনো মূল্যে বাগে আনার কাজটি ক্ষমতাসীন দলকে করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগপ্রধান শেখ হাসিনার আন্তরিকতার প্রমাণ অতীতে বহুবার আমরা দেখেছি। অনুরূপ সদিচ্ছা ক্ষমতাসীন দল ও তাদের এই ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের সব স্তরের নেতৃত্ব থেকেও আশা করি।